প্রথম আলো
বুধবার, ১৮ জুলাই ২০১২

পাখি

দড়িফাঁদে বন্দী টিমটিমে ● ছবি : **শিপলু খান**

# টিমটিমের সন্ধানে

**শরীফ খান** ●

এবারের ভ্রমণটা ছিল ভিন্ন রকম। পাখির সন্ধানে চলেছি, কিন্তু ক্যামেরা-বাইনোকুলার — কিছুই সঙ্গে নেই। নেই অনিবার্য কারণেই। ওগুলো সঙ্গে থাকলে হাওরের পেশাদার পাখি শিকারিরা তো বটেই, চিংড়িশ্রমিকেরাও ভয় পায়। কোনোরকম তথ্য বা পাখির খবর জানাতেই চায় না। ভাবে, সাংবাদিক বা গোয়েন্দা বাহিনীর লোক। আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম গত ২৪ মার্চ ভোরবেলায়। ফকিরহাটের উত্তরের হাওরের বিল কেন্দুয়ায়।

আদিগন্ত বিস্তৃত বিলের একটি খালের বুক ধরে এগোচ্ছি—ঘুরব সারাটি বিল। খুঁজব 'টিমটিমে' নামের অচিন পাখিটিকে। দেখব পাখি ধরা জাল ফাঁদ। অতএব, আমার যাত্রা অতি সাধারণ। ছবির দরকার নেই। আমি শুধু দেখতে চাই টিমটিমে পাখিটিকে।

ভোরে আমরা চারজন নৌকায় চড়ি। আমি বাদে একজন মোল্লাহাটের, তিনি এই হাওরের চিংড়িঘেরের পাহারাদার। টংঘরে বউবাচ্চাসহ বসবাস তাঁর প্রায় দেড় যুগ ধরে। অন্যজন চিতলমারীর। তাঁর পেশাও একই। অপরজন শিপলু খান।

সকাল নয়টার দিকে নৌকা থামল একটা চমৎকার টংঘরের পাশে। টংঘরটির ডান পাশ জোড়া ঘন বুনটের নলখাগড়ার বন। বাঁ পাশে ৫০ বিঘা চিংড়ির ঘের। টংঘরে উঠে বসলাম, ভাঙা বেড়ার ফাঁকে চোখ আমাদের। টিমটিমেরা এ সময় বন থেকে বেরিয়ে খালপাড়ে চরে। দুই ঘণ্টার টানা অপেক্ষার পর পাঁচটি টিমটিমে নেমে এল খালপাড়ে। মাত্র ২০ ফুট দূরে ওরা। হতাশ হলাম আমি। এত দিন যাদের চিনতাম 'ছোটখেনি' নামে, সেটিরই নাম 'টিমটিমে'! অন্য চার-পাঁচটি পাখি দেখিয়ে বলল ওরা—'বুনভুনি'! (Little Crake). এই নামও শুনলাম নতুন!

বিল কেন্দুয়া আমার চেনা অর্ধশতাব্দী ধরে। সেই বিলের চিরচেনা পাখিটি যে টিমটিমে—সেটি নতুন কোনো পাখি না হলেও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত নতুন নামটি পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হলাম।

টিমটিমে! যেটির ইংরেজি নাম Baillon's Crake। বৈজ্ঞানিক নাম *Porzana Pusilla*। মাপ ১৭-১৯ সেন্টিমিটার। 'ছোটখেনি', 'ট্যানটেনে' নামেও পরিচিত এটি। নলখাগড়ার বন, কেনিহোগলা, হাজিবন, নলনাটা বন ও আখঘাস বনসহ হাওরের ঝোপঝাড়ই প্রিয় আবাসস্থল। ছোট-সুন্দর পাখি। দৌড়বিদ, অতি চঞ্চল, চতুর, ভিতু, আত্মগোপনে পারদর্শী, কুশলী, সতর্ক, খেলুড়ে এমন নানা অভিধায় আখ্যায়িত করা যায় এদের। ঘাড়-

**এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১**

## টিমটিমের সন্ধানে

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

পিঠ-ডানা খয়েরি, তার ওপর সাদা সাদা চমৎকার ছিট-ছোপ। কালো কালো টানও আছে কিছুটা। মাথার তালুও খয়েরি, তার ওপর আছে কালো কালো ফোঁটা। গলা ছাইরঙা। ডানার প্রান্তে কালচে সবজেটে খয়েরি। ওপরের ঠোঁট কালচে, বাকিটা হালকা হলুদ। চোখের চারপাশটা ধূসর সাদাটে, চোখ কালো। চোখের ওপরও লাল টান। পা কালচে। গলার নিচে সাদা টান। বুক-পেটের তলা ধূসর। ডানার তলায় বুকের দুই পাশ থেকে লেজের তলা পর্যন্ত চমৎকার সাদা সাদা রেখা টানা। এদের খাদ্য—শস্যবীজ, কচিপাতা, জলপোকা, শ্যাওলা ইত্যাদি। এদের ওজন গড়ে ৪০-৫০ গ্রাম। প্রচণ্ড রোদে ঝোপ থেকে বেরোয় না। বৃষ্টিতে ফুর্তি বাড়ে। নেচে নেচে গান করে ডানা মেলে।

সাধারণ ডাকটা টিকটিক বা টিমটিম ধরনের।